

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : সপ্তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২৬



১৩তম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ

২৯-৩১ অক্টোবর ২০২৬

বিপুলসংখ্যক দর্শক ও চলচ্চিত্রপ্রেমীদের অংশগ্রহণে ২৯ অক্টোবর ২০২৬ বৃহস্পতিবার পর্দা ওঠে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব '১৩তম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ'-এর। রাজধানীর আগারগাঁওস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে বিকেল ৫টায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে উৎসব উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ও নাট্যব্যক্তিত্ব ম. হামিদ। তিনি প্রামাণ্যচিত্রের সামাজিক ও ঐতিহাসিক ভূমিকার ওপর আলোকপাত করে বলেন, "যে বিজয়ের জন্য আমাদের রক্তমূল্য দিতে হয়েছে, আজ অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মের নামে অনাচারের কারণে আমরা সেই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত মূল্যবোধের জায়গা থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছি। আমাদের ভেতরে শিক্ষার অভাবে যে এক ফাঁপা জায়গার সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করতে শিল্প ও চলচ্চিত্রের মতো সৃজনশীল মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার সাথে নতুন করে সেতুবন্ধন তৈরি করতে হবে। মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবে ভালোবাসলে দেশ সত্যিকার অর্থে শান্তির ঠিকানায় পৌঁছাতে সক্ষম হবে।"

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও উৎসব পরিচালক মফিদুল হক উৎসবের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, "মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও প্রামাণ্য দলিলসমূহ রক্ষায় আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে।"

বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম, মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার লড়াইকে সেলুলয়েডে তুলে ধরতে ২০০৬ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়মিতভাবে দেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসবটি আয়োজন করে আসছে। এবারের উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Presence in Absence'। উদ্বোধনী আনুষ্ঠানিকতা শেষে দক্ষিণ কোরিয়ার তরুণ নির্মাতা নাম আরুম-এর প্রশংসিত প্রামাণ্যচিত্র 'কে-ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার্স' প্রদর্শিত হয়। বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র উৎসব ইডফা (IDFA)-সহ ৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আউটরিচ কর্মসূচিতে মুখরিত জাদুঘর



সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস জুড়েই শিক্ষা সফরে আসা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আঙিনা। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ প্রভাষক ইজাব মাহমুদ, ঐশ্বর্য আনোয়ার ও মোহাম্মদ মিনহাজুল ইসলামের নেতৃত্বে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর ৪৫ জন শিক্ষার্থী আউটরিচ কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছেন। প্রভাষক ইজাব মাহমুদের সাথে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে তিনি এবং ঐশ্বর্য আনোয়ার প্রথমবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমার অনুভূতি একটু ভিন্ন। প্রথমবার এসেছিলাম শিক্ষার্থী ৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

তরুণ সাংবাদিক কর্মশালা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় দক্ষতা বৃদ্ধি

২৮ অক্টোবর ২০২৬



মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকে সযত্নে ধারণ করার দায়টি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যতটা গ্রহণ করেছে সাংবাদিকরা তার চাইতে কোন অংশে কম সেই দায় গ্রহণ করেননি বলে উল্লেখ করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। গত ২৮ অক্টোবর তরুণ সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত দিনব্যাপী কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন। কর্মশালাটি দুই পর্বে আয়োজিত হয়। প্রথম পর্বে ছিলো অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং দ্বিতীয় পর্বে কর্মশালা। সূচনা বক্তব্যে ডা. সারওয়ার আলী বলেন, বর্তমানে ৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যুদ্ধশিশু ও বীরাঙ্গনাদের নীরব আর্তনাদ
‘রোদন ও আগুনের অক্ষর’ গ্রন্থ-আলোচনা

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয় “যুদ্ধশিশু ও বীরাঙ্গনাদের নীরব আর্তনাদ: রোদন ও আগুনের অক্ষর” গ্রন্থ নিয়ে বিশেষ আলোচনা। এ আয়োজন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, যুদ্ধশিশু ও বীরাঙ্গনাদের অভিজ্ঞতা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিশোর-তরুণদের উপযোগী করে রচিত এই গ্রন্থটি একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কার নীরব আর্তনাদের এক দলিল। এতে স্থান পেয়েছে ৪৫ জন লেখকের গল্প, যাদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, সাংবাদিক, প্রকৌশলী, গবেষক ও নানা পেশার সৃষ্টিশীল মানুষ। গ্রন্থটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন ফাল্গুনী তানিয়া। উপস্থিত লেখকদের মধ্য থেকে সঙ্গীতা ইমাম, পলাশ মজুমদার, রুখসানা কাজল, দিলওয়ার হাসান, ঝর্না রহমান, নাসিমা আনিস, ফরিদুর রহমান ও সম্পাদক ফাল্গুনী তানিয়া এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।



ফাল্গুনী তানিয়া বলেন, এই বই সম্পাদনার কাজ ছিল এক কঠিন ও দীর্ঘ যাত্রা। তিনি বলেন, যুদ্ধশিশুদের মানবিক স্বীকৃতি ও বীরাঙ্গনাদের সম্মান নিশ্চিত করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। সঙ্গীতা ইমাম বলেন, এক প্রজন্ম ছিল যারা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তথ্য পায়নি, তাদের একমাত্র উৎস ছিল পরিবার। আজকের তরুণরা কেন সেই সত্য জানবে না? কেন তারা হৃদয়ে বাংলাদেশকে ধারণ করবে না? তিনি প্রশ্ন তোলেন, যদি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করা হয় তবে কেন তাকে ‘ফ্যাসিস্ট’ বলা হবে? তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানি সেনাদের প্রতি ঘৃণা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া জরুরি।

পলাশ মজুমদার বলেন, ইতিহাস কখনো একরৈখিক নয়, প্রতিটি ঘটনার দুটি দিক থাকে। এই গল্পে তিনি দেখালেন কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষত ও সংগ্রাম নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে আবারও প্রতিধ্বনিত হয়।

দিলওয়ার হাসান বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেমন আমাদের জাতীয় চেতনার ভিত্তি, তেমনি বিশ্বযুদ্ধগুলোর ইতিহাসও নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া জরুরি।

ঝর্না রহমান প্রশ্ন তোলেন, ‘যদি ১৪ বছরের এক কিশোর মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়তে পারে, তবে আজকের ১৪ বছরের কিশোরেরা কেন সত্য জানতে পারবে না?’ তিনি শিশুদের অধিকারকে ইতিহাস জানার অধিকার হিসেবে তুলে ধরেন।

নাসিমা আনিস বিস্ময় প্রকাশ করেন মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাস্তবতা নিয়ে। তিনি বললেন, মুক্তিযুদ্ধের পরও অনেক মানুষ পাকিস্তানপন্থী ছিলেন, যা ছিল এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। তার কণ্ঠে ছিল ক্ষোভ ও বেদনা, যুদ্ধশিশুদের প্রতি অর্ধশতাব্দীর অবহেলা যেন এক জাতির বিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

ফরিদুর রহমান বইটির কাঠামো ও সৃষ্টির প্রক্রিয়ার কথা বলেন। তিনি বলেন, এই বইয়ের গল্পগুলো এসেছে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে, আবার অভিজ্ঞতার বাইরেও। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন সম্পাদক ফাল্গুনী তানিয়ার ভূমিকা, তথ্য যাচাই, সত্যতা নিশ্চিতকরণ এবং লেখকদের সঙ্গে নিরন্তর সংলাপ। তার মতে, এই বই কেবল একটি সাহিত্যকর্ম নয় বরং ইতিহাসের দলিল, যেখানে সম্পাদক ছিলেন এক অদম্য যোদ্ধা।

সম্পাদক তানিয়া আরও বলেন, যুদ্ধশিশুদের মানবিক স্বীকৃতি না দেওয়া মানে তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। তিনি যুদ্ধশিশুদের পাচার, বীরাঙ্গনার সংজ্ঞা, এবং যুদ্ধশিশুর সংজ্ঞা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে নারীদের নীরব আর্তনাদ ও তাদের স্বীকৃতি বারবার উপেক্ষিত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, সংঘাত-পরবর্তী সমাজে নারীর মুখই প্রতিরোধ ও স্থিতির প্রতীক। আলোচনার শেষে প্রদর্শিত হয় বনি ক্যাপুচিনোর প্রামাণ্যচিত্র: Mother of War Babies, যা যুদ্ধশিশুদের জীবনের কঠিন বাস্তবতা তুলে ধরে। এই আলোচনা সভা ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বক্তারা বারবার জোর দেন যে, যুদ্ধশিশু ও বীরাঙ্গনাদের গল্প কেবল অতীত নয়, বরং ভবিষ্যতের দায়। তাদের স্বীকৃতি ও সম্মান নিশ্চিত করাই আমাদের কর্তব্য। ‘রোদন ও আগুনের অক্ষর’ বইটি তাই শুধু একটি গ্রন্থ নয় বরং ইতিহাসের দলিল।

তাসনিম নূর (রাইয়া)
স্বেচ্ছাকর্মী, সিএসজিজে



সুলতানার স্বপ্ন অবারিত ২০২৬
আমা দাবালাম পর্বত অভিযানে জাদুঘর কর্মী ইয়াছমিন লিসা

দুর্গম পাহাড়, খাড়া ঢাল এবং বৈরি আবহাওয়া পার হয়ে পর্বতারোহন বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং ও ব্যয়বহুল ক্রীড়া। নারীদের জন্য এই পথ আরো কঠিন। সেই কঠিন পথে সুলতানার স্বপ্নকে সাথে করে, নারীর অগ্রযাত্রার বাহক হয়ে এবার নেপালের হিমালয়ে ৬ হাজার ৮১২ মিটার উচ্চতার মাউন্ট আমা দাবালাম জয়ের লক্ষ্য নিয়ে রওনা হলো জাদুঘরের কর্মী ইয়াছমিন লিসা। ১২ অক্টোবর ২০২৬ যাত্রার প্রাক্কালে লিসার হাতে তুলে দেয়া হয় বাংলদেশের পতাকা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই পতাকা হস্তান্তর করেন বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্টজয়ী নারী নিশাত মজুমদার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক, ‘ঢাকা-আমেরিকা উইমেন চেম্বার’-এর রুমানা হাবিব এবং ‘হার স্টোরি’র প্রতিষ্ঠাতা জারিন মাহমুদ হোসাইন। পবর্ত আরোহীদের সংগঠন ‘অভিযাত্রী’র সংগঠক নিশাত মজুমদার অভিযানের বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন, নেপালের খুম্বু অঞ্চলে অবস্থিত মাউন্ট আমা দাবালাম অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং প্রযুক্তিগতভাবে চ্যালেঞ্জিং আরোহন পথের জন্য পর্বতারোহীদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। এই পর্বত আরোহনের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ প্রস্তুতি, শারিরীক সক্ষমতা, কারিগরী দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও দলগত সমন্বয়। তিনি আরও বলেন, আমরা চাই বাংলাদেশের মেয়েরা পর্বতারোহনকে শুধু একটি দুঃসাহসিক খেলা হিসেবে নয়, আত্মবিশ্বাস, শৃংখলা, নেতৃত্ব ও নিজের সক্ষমতার একটি ক্ষেত্র হিসেবে আবিষ্কার করবে। ইয়াছমিন লিসার এই অভিযান সেই বৃহত্তর স্বপ্নেরই একটি অংশ বলে তিনি উল্লেখ করেন। ইয়াছমিন লিসা বলেন তিনি সকলের প্রত্যাশা পুরনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন, তবে আমা দাবালাম যেমন সুন্দর তেমন ভয়ংকর। ‘হার স্টোরি’র প্রতিষ্ঠাতা জারিন মাহমুদ মনে করেন প্রতিটি মেয়ের জন্য তার গন্ডির বাইরে বের হয়ে আসা জরুরি। রুমানা হাবিব বলেন, নারীরা কী করতে পারে তারই একটি প্রতীক হলো নারীদের এই পর্বতারোহন। ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক বলেন, পর্বতারোহনের মতো কঠিন শারিরীক চ্যালেঞ্জ জয় করার পাশাপাশি নারীদের অতিক্রম করতে হয় সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতা। রক্ষণশীল মানসিকতা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হয় তাদের।

আগামী ১০ নভেম্বর ইয়াছমিন লিসা অভিযান শেষে দেশে ফিরবেন।

‘সুলতানার স্বপ্ন’-পাঠ: দেশজোড়া কর্মসূচি

‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ-কর্মসূচি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে দেশজুড়ে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে ২০২৪ সালে শুরু হয় ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ-উৎসব; সহযোগিতা করে বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতি। আর উদ্যোগের সাথে ছিল ইউনেস্কো। প্রথম এবং দ্বিতীয় বছরে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের মাত্র ২৭টি পাঠাগার নিয়ে আয়োজিত হয়েছিল এই কর্মসূচি। দু’বছর পেরিয়ে তৃতীয় বছরে পাঠ-কর্মসূচির পরিধি হয়েছে দেশজোড়া এবং অংশগ্রহণ করছে বিভিন্ন জেলা থেকে ১২১টি বেসরকারি পাঠাগার। এবারের উৎসবে মূল বক্তব্য ‘সুলতানার স্বপ্ন : শতাব্দী পেরিয়ে আজকের পাঠ’।

কর্মসূচির মূল কার্যক্রম হচ্ছে : পাঠাগারগুলো শিক্ষার্থীদের ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ করাবে এবং তাদের কাছ থেকে পাঠ-



প্রতিক্রিয়ার লেখা সংগ্রহ করবে। সংগৃহীত প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত হবে উৎসব। উৎসবের সম্ভাব্য সময় ৩০ জানুয়ারি ২০২৭। এবছর সুলতানার স্বপ্ন পাঠ-কর্মসূচিতে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন পাঠাগার তাদের সর্বোচ্চ শ্রম আর সক্ষমতা দিয়ে শুরু করেছে শিক্ষার্থীদের ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ করাতে এবং পাঠ-প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করতে। প্রত্যন্ত এলাকায় পাঠাগারগুলোতে এই উৎসাহ লক্ষণীয়। যেসব পাঠাগার আগে এই কর্মসূচিতে যুক্ত ছিল না, নতুন যুক্ত হয়েছে তারা ব্যাপকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। রাজশাহীর জননী গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ৩০টি ‘সুলতানার স্বপ্ন’ জাদুঘর থেকে ক্রয় করে পাঠকদের বিতরণ করেছে এবং আশা করছে কমপক্ষে ৫০ জন শিক্ষার্থী পাঠ করবে ও প্রতিক্রিয়া লিখে জমা দেবে। ৬৪ জেলার মধ্যে ৪৯টি জেলার পাঠাগার যোগ দিয়েছে কর্মসূচিতে এবং বেশিরভাগই দেশের উত্তর অঞ্চলের।

লালমনিরহাট থেকে প্রজ্ঞা গণগ্রন্থাগার এবং বগুড়া থেকে শেখ নূর মোহাম্মদ গণপাঠাগার ৪০টি করে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ সংগ্রহ করেছে। তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে অর্ধশতাধিক পাঠ-প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের। ২৫টি করে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ সংগ্রহ করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রাণীহাটি সাধারণ পাঠাগার ও যশোরের সেবাদান সমাজকল্যাণ গণগ্রন্থাগার। কর্মকাণ্ড শুরু করা পাঠাগারগুলোর মধ্যে রয়েছে নেত্রকোনার জলসিঁড়ি পাঠকেন্দ্র ও লামিয়া স্মৃতি গণপাঠাগার, ঢাকার এবাদুল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ও পাঠাগার এবং বেরাইদ পাঠাগার, ময়মনসিংহের ভুটিয়ারকোনা সাধারণ পাঠাগার এবং জাগ্রত আছিম পাঠাগার, সুনামগঞ্জের অজিৎ স্মৃতি পাঠাগার, কিশোরগঞ্জের সংযোগ যুব গণপাঠাগার, হবিগঞ্জের পদক্ষেপ গণগ্রন্থাগার, ফরিদপুরের চেতনা গণপাঠাগার, পিরোজপুরের অরণি পাঠাগার, টাঙ্গাইলের বাতিঘর আদর্শ পাঠাগার, রংপুরের ডা. জমিল স্মৃতি পাঠাগার এবং কক্সবাজারের রাজখালী উন্মুক্ত পাঠাগার।

এছাড়া অনেক পাঠাগার সাধারণ একটি ব্যানারে গ্রন্থপাঠ কর্মসূচির অনুষ্ঠান করেছে এবং করছে। হবিগঞ্জের বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগারের সভাপতি রত্নদীপ

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

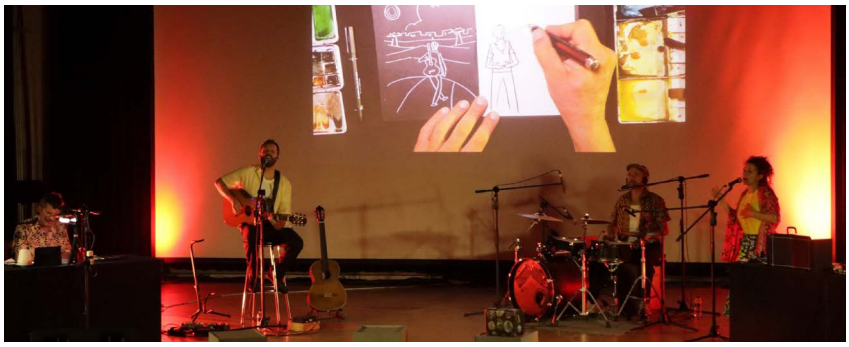


বিশ্ব অহিংসা দিবস উদ্‌যাপন

২ অক্টোবর ২০২৬

২ অক্টোবর ২০২৬ বিকেল ৩টায় বিশ্ব অহিংসা দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে বিশেষ কুইজ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে অংশগ্রহণ করে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল হাই স্কুল ও জল্লাদখানা বধ্যভূমির সন্তানদল। প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। কুইজ প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে ইনজিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের ৭ম শ্রেণির ছাত্রী মাইমুনা আক্তার, আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল হাই স্কুলের ৭ম শ্রেণির ছাত্রী তনিমা ছায়েরা পরশ এবং ইনজিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের ৮ম শ্রেণির ছাত্রী হৃদি দেবশর্মা। এ ছাড়াও বারজন শিক্ষার্থীকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী ইংরেজি ও বাংলায় যথাক্রমে পাঠ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বেচ্ছাকর্মী তাসনিম নূর এবং আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল হাই স্কুলের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ইসলাম স্মৃতি ও রাব্বি রহমান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, বধ্যভূমির সন্তানদল এবং আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল হাই স্কুল। কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সিইও নাসেহুন আমীন।

–সত্যজিৎ রায় মজুমদার



সুর, রেখা ও গল্পকথনের ত্রয়ী প্রয়াস

ফরাসি বহুমাধ্যমভিত্তিক পারফর্মিং আর্টের পরিবেশনা

১৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকার সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হলো ফ্রান্সের বহুমাধ্যমভিত্তিক লাইভ পারফর্মিং আর্ট এবং মিউজিকাল কোয়ার্টেট “Le Voyage de Reze”-এর পরিবেশনা। Le Voyage de Reze-এর মাসব্যাপী দক্ষিণ এশিয়া ভ্রমণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে এই আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিবেশনাটি সংগীত ও রেখাচিত্রের এক অনন্য মেলবন্ধন ছিল। পারফর্মিং আর্টের এই রীতি ফরাসি শিল্পরীতিতে “Concert Dessine” নামে পরিচিত। Le Voyage de Reze ব্যান্ডের পরিবেশনা শুরুর আগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক বলেন, Le Voyage de Reze-এর পরিবেশনা উপভোগের মাধ্যমে দর্শকরা একটি মিউজিকাল জার্নির অংশ হতে পারবে। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকার পরিচালক Franaise Chambraud বলেন, Le Voyage de Reze-এর পরিবেশনা উপভোগের মধ্য দিয়ে দর্শকরা ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভ্রমণের অনুভূতি পাবেন।

Le Voyage de Reze-এর সংগীত, লাইভ ড্রয়িং, ভিডিও প্রজেকশন এবং গল্পকথনের মাধ্যমে পরিবেশনা চলাকালীন এক মনমুগ্ধকর আবহের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদান তাদের সংগীত ও লাইভ ড্রয়িংয়ের মূল অনুপ্রেরণা এবং Le Voyage de Reze-এর পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সেই অভিজ্ঞতাগুলো দর্শকদের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকার সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত এই পরিবেশনার মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পানুরাগীরা আন্তর্জাতিক শিল্প ও সংস্কৃতি উপভোগের সুযোগ পেয়েছেন।

-সাদিয়া তাবাসসুম

আউটরিচ কর্মসূচিতে মুখরিত জাদুঘর

১-এর পৃষ্ঠার পর

হিসেবে আর আজ এসেছি একজন শিক্ষক হিসেবে তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানানোর দায় নিয়ে।

মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও ওয়াইডাব্লিউসিএ স্কুল তাদের বার্ষিক শিক্ষা সফর কর্মসূচির মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন অন্তর্ভূক্ত করেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ওয়াইডাব্লিউসিএ স্কুল ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাৎসরিক শিক্ষা সফরে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এবং মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল যথাক্রমে ২২ ও ২৪ সেপ্টেম্বর তাদের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেছে। প্লেপেন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ১৪৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ৫ অক্টোবর শিক্ষা সফরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসেছিলেন। শিক্ষক এম ডি ইমরান হোসেন জানান আগামী থেকে প্লেপেন স্কুল নিয়মিত আউটরিচ কর্মসূচিতে যুক্ত হবে। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ১০, ১১, ১৭, ২৫ সেপ্টেম্বর ও ২ অক্টোবর চলতি সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আউটরিচ কর্মসূচিতে যুক্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনেক গুরুত্ব নিয়ে শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকেন। তাদের মূল লক্ষ্যই শিক্ষার্থীরা জাদুঘর পরিদর্শনের পর দলগতভাবে বিষয়ভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রতিবেদন জমা প্রদান।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারি অধ্যাপক মোর্শেদ রায়হান (হিমু) প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ২২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ৩ অক্টোবর ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তার সাথে আলাপচারিতায় জানা যায়, তিনি ২০০৩ থেকে ২০১২ পর্যন্ত উয়ারী বটেশ্বর খনন কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং উয়ারী বটেশ্বর খনন কাজে প্রাপ্ত নিদর্শনের মধ্যে কিছু স্মারক জাদুঘরে প্রদান দলের সদস্যও ছিলেন।

শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, চেতনা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করার লক্ষ্য নিয়ে দীর্ঘ বিরতীর পর মেহেরুন্নিসা স্কুল এন্ড কলেজ দশম ও একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে আউটরিচ কর্মসূচিতে যুক্ত হয়। ব্যতিক্রম ছিল শহীদ লে. সেলিম শিক্ষালয়ের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সেলিম কালচারাল ইনস্টিটিউট।

স্কলাসটিকা স্কুল মিরপুর ও উত্তরা শাখা তাদের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ৮ ও ১৫ অক্টোবর ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে।

শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে সুদুর কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলা থেকে ৪০জন শিক্ষার্থী নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে 'আমরা করব জয়' সংগঠন। এছাড়া মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ, গাজীপুর শাখা তাদের ৩৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে অক্টোবর মাসে আউটরিচ কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ১১৩৩ জন, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির ৫৫ জন, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ৪৭ জন, ওয়াইডাব্লিউসিএ স্কুলের ২৫০ জন, আমরা করব জয়-এর ৪০ জন, মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের ২২৭ জন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ২২ জন, মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ ৩৫০ জন, প্লেপেন ১৪৭ জন, স্কলাসটিকা ২০৪ জন, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ৬০০ জন, বাড্ডা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ ৪৯ জন, অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ২৯ জন, ইন্টারন্যামনাল ইসলামিক স্কুল ২৮০ জন, শহীদ লে. সেলিম শিক্ষালয় ৮০ জন ও মেহেরুন্নিসা স্কুল এন্ড কলেজের ৬৫ জন শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে। এভাবেই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আঙ্গিনা মুখরিত হয়ে ওঠে।



আগ্রহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আউটরিচ কর্মসূচিতে অংশ নিতে যোগাযোগ করুন-
রঞ্জন কুমার সিংহ
০১৭২০১৯১৩৮৫



আইকম কোড অব ইথিকস ফর মিউজিয়াম কর্মশালায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

২৫ অক্টোবর রবিবার বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে হেরিটেজ ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে 'আইকম কোড অব ইথিকস ফর মিউজিয়াম' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ওর্য়াকশপে বক্তারা বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের সৃজনশীল এবং স্থানীয় শিল্পের অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। এবং দেশের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক স্থাপনা সংরক্ষণে গুরুত্ব আরোপ করেন। কর্মশালার দ্বিতীয় সেশনে জাদুঘরে ব্যবহৃত শব্দাবলী ও প্রচলিত নৈতিকতা নিয়ে বক্তারা বিশদ আলোচনা করেন। কর্মশালায় ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. সুজান ভাইজ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের মহাপরিচালক সাবিনা আলম, হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জাহাঙ্গীর হোসেন উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহকারী আর্কাইভ কর্মকর্তা রেজাউল আহমেদসহ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘর, বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর, আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, জাহানারা মেমোরিয়াল জাদুঘর, বাংলাদেশ টাকা জাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৭০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

'১৩তম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ'

১-এর পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রদর্শিত এবং তাইওয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডকুমেন্টারি ফেস্টিভ্যালে জুরি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী এই ছবিটিতে নির্মাতার একান্ত ব্যক্তিগত পারিবারিক পরিসর আর জাতীয় রাজনীতির ইতিহাস একাকার হয়ে গেছে।

এবারের উৎসবে জমা পড়া ১৮৮টি চলচ্চিত্র থেকে বাছাইকৃত ১৮টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে প্রতিযোগিতা ও 'বেস্ট অব দ্য ফেস্ট' বিভাগে। উৎসবের প্রদর্শনীগুলো সাজানো হয়েছে Bodies & Belonging, Gender Equality & Resistance, Resistance & Reform, Generational Memory, Displacement & Statelessness, 1971: Living Archives, Ecology in Crisis Ges Ancestral Roots & Livelihoods-সহ নানা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন ৩০ অক্টোবর বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত হয় "Connecting with the Memory of 1971 in the Classroom through Documentary Film" শীর্ষক বিশেষ সেমিনার। এছাড়া একই দিন সন্ধ্যা ৬টায় সন্দীপ কুমার মিস্ত্রীর প্রামাণ্যচিত্র 'বাসন্তী: আ স্ট্রাগল ফর স্প্রিং' প্রদর্শনীর পর বিশেষ আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা। উৎসবের সমাপনী দিন ৩১ অক্টোবর বিকেলে 'সুলতানার স্বপ্ন' অবলম্বনে নির্মিত ৯টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র দুটিকে ১ লাখ টাকা করে অর্থমূল্যের পুরস্কার প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ইয়ুথ জুরি কমিটির মূল্যায়নে ভিত্তিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভাগে দুটি সেরা চলচ্চিত্রকে প্রদান করা হয় বিশেষ সম্মাননা সনদ।

৩১ অক্টোবর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী এ উৎসব শেষ হয়।



‘সুলতানার স্বপ্ন’-পাঠ: দেশজোড়া কর্মসূচি

৩-এর পৃষ্ঠার পর

দাস রাজু ব্যাপক আয়োজনে সুলতানার স্বপ্ন বিতরণ অনুষ্ঠান করেন সমাজের সুধী সমাবেশে। এ বিষয়ে ‘প্রথম আলো’সহ একাধিক পত্রিকায় ছবি এবং সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। অজিৎ স্মৃতি পাঠাগার বই বিতরণের যে ছবি প্রকাশ করেছে তাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ রয়েছে। শিক্ষার্থী-অভিভাবকসহ বহু মানুষের সমাগমে পাঠাগারের সামনে ২২ অক্টোবর ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ বিতরণ। এই অনুষ্ঠানেরও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে জাতীয় দৈনিক সমকাল পত্রিকায়।

গাইবান্ধা জেলার যুব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পাঠাগার তাদের পাঠাগারে বই পড়ার যে চিত্র প্রকাশ করেছে তা সত্যিকার অর্থে আশাব্যঞ্জক। পাঠাগারের পক্ষে বলা হয়েছে, বই একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার। আমরা বিশ্বাস করি, আজকের বই পড়ুয়া তরুণরাই আগামী দিনের জ্ঞানভিত্তিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। আমাদের পাঠাগারের পাঠকেরা শুধু বই পড়ে না, বইকে জীবনের বিশ্বস্ত বন্ধু মনে করে। বগুড়ার শেখ নূর মোহাম্মদ স্মৃতি পাঠাগারের মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন বয়স্ক মানুষ কিন্তু পাঠাগারে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ কর্মসূচির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পাঠাগারে আয়োজন করেছেন ‘সুলতানার স্বপ্ন’ প্রদান অনুষ্ঠানের। কক্সবাজারের রাজখালী উন্মুক্ত পাঠাগার ব্যানার টানিয়ে আয়োজন করেছে বই প্রদান অনুষ্ঠান।

কর্মসূচি অনুযায়ী প্রতি পাঠাগার ১৫ ডিসেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে পাঠ-প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করে ২টি সেরা পাঠ-প্রতিক্রিয়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে জমা দেবে। জাদুঘর রিভিউ কমিটির মাধ্যমে বাছাই করে সেরা ১০ নির্বাচন এবং পুরস্কার প্রদান করবে ৩০ জানুয়ারি উৎসবের দিনে।

আয়োজন সম্পর্কে বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতির সভাপতি শাহনেওয়াজ বলেন, ‘সুলতানার স্বপ্ন’-পাঠ কর্মসূচি আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ। আমরা আশাবাদী হচ্ছি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ দেখে। আজ ১০০ পাঠাগার এই বই পড়াচ্ছে। কাল ১০০০ পাঠাগার পড়াবে। এভাবে বাংলাদেশে একটা বই পড়া আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। শুধু ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠের মধ্য দিয়ে একটি সহনশীল নারী-পুরুষের সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

বই প্রদানের পর সব পাঠাগার পাঠ-প্রতিক্রিয়া নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে ডিসেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ-প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তুলবে তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। এতে থাকবে নৃত্য-সংগীত, ছবি আঁকা, পোস্টার ও দেয়ালিকা তৈরি, নাটিকা-অভিনয়, মাটি-কাগজ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি উপকরণের প্রদর্শনীসহ নানা আয়োজন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় দক্ষতা বৃদ্ধি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনার সাক্ষী আমরা হচ্ছি, কল্পনাতীত ভাষ্য, বার্তার সম্মুখীন আমরা হচ্ছি, নিঃসন্দেহে বলা যায় মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস প্রকাশ করা শংকামুক্ত নয়। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকরা, দায়িত্বশীল সাংবাদিকরা তাদের নিজ দায়িত্বে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পাহারা দিয়ে চলেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত কর্মশালার লক্ষ্য হচ্ছে এই পাহারা নিশ্চিত করা। তিনি মনে করেন অপতথ্যের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় হচ্ছে বেশি করে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকে জনগণের কাছে তুলে ধরা।

অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্বের শুরুতে সদ্য প্রয়াত বজলুর রহমান স্মৃতিপদকপ্রাপ্ত গবেষক খায়রুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার সহগবেষক শাহাদুজ্জামানের ভিডিওবার্তা প্রদর্শিত হয়। বজলুর রহমান স্মৃতিপদকপ্রাপ্ত প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক আজিজুল পারভেজ ও ইশতিয়াক আহমাদ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পার্থ সঞ্জয় ও সোমা ইসলাম তরুণ সাংবাদিকদের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সেখানে উঠে আসে একজন সাংবাদিককে কতটা দীর্ঘ সময় নিয়ে, নিবেদিতভাবে কাজ করতে হয় একটি ভালো প্রতিবেদন তৈরির জন্য, পাশাপাশি যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোও তারা তুলে ধরেন।

তরুণ সাংবাদিকদের সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তথ্যভান্ডারের পরিচয় করিয়ে দেন আর্কাইভ কর্মকর্তা মন্টু বাবু সরকার এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সংগৃহীত প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য নিয়ে বলেন ব্যবস্থাপক, শিক্ষা ও গবেষণা সত্যজিৎ রায় মজুমদার।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক জাদুঘরের তথ্যভাণ্ডার বিষয়ে বলেন, এটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় প্রদান করা স্মারক ও দলিল নিয়ে গড়ে উঠেছে। তরুণ সাংবাদিকরা এই তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের অনেক বৈচিত্রময় অজানা দিক তুলে আনতে পারে। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর মুক্ত আলোচনায় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি।

দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ত্রপা মজুমদার তার বক্তব্যে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সংবাদ তৈরির আগে স্মরণে রাখতে হবে, যে প্রজন্ম একাত্তর বা মুক্তিযুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করেনি সেই প্রজন্মের কাছে সংবাদটির গুরুত্ব কী হবে? তিনি মনে করেন প্রতিবেদন এমন হতে হবে যাতে একজন তরুণ সেটি পড়ার পর একাত্ত

সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী হয়, তাদের পরিবারের সাথে এ বিষয়ে কথা বলে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খোঁজে এবং আজকের দিনে এর প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পায়। তিনি বলেন কেবল এটা জানলেই হবেনা যে একাত্তরে কী হয়েছিলো, বরং এটা জানতে হবে কেন হয়েছিলো, কতটা মুল্য দিতে হয়েছিলো আর ইতিহাস আমাদের কাছে কোন দায়িত্ব হস্তান্তর করেছে। তার মতে একটি আধুনিক প্রতিবেদন সেটিই যেখানে কেবল ইতিহাসের তথ্য থাকে না বরং মানুষের কথা থাকে। আজকের সাংবাদিকের দায়িত্ব হবে বর্তমান ও একাত্তরকে একসূত্রে গাঁথা বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দেশ রূপান্তর পত্রিকার সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি ‘সংবাদমূল্য, তথ্য যাচাই ও সম্পাদনার মূল্য’ শীর্ষক আলোচনায় বলেন, বাঙালি জাতির জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে বড় ঘটনা আর আসবে না। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণে সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি উল্লেখ করে তিনি বলেন সাংবাদিককে যাচাই করতে হবে তথ্যটি নতুন কি না, ভাবতে হবে তথ্যটি কেন গুরুত্বপূর্ণ, এর সাথে জনস্বার্থের সম্পর্ক কতটুকু, তথ্যের প্রমাণের ভিত্তি কী এবং পরিশেষে বিবেচনায় নিতে হবে তথ্যটি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কী।

গবেষক, সাংবাদিক অধ্যাপক আফসান চৌধুরী আলোচনা করেন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সংবাদের বিষয়বস্তুর বহুমাত্রিকতা নিয়ে। তিনি মনে করেন মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিলপত্রের সল্পতার কারণে দলিলভিত্তিক গবেষণা বা সাংবাদিকতার পরিসর সীমিত। নিজের মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রটি বৃহৎ, একারণে সাংবাদিকদের জনইতিহাস ও সমাজভিত্তিক ইতিহাস নিয়ে কাজ করার সুযোগ বেশি। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীরা এখনও আছেন তবে আগামী পাঁচ থেকে দশ বছর পরে তাদের পাওয়া যাবে না।

সাংবাদিক ও মুক্ত গবেষক সিরাজুল ইসলাম আবেদের আলোচ্য বিষয় ছিল ‘মুক্তিযুদ্ধের মাঠ-সাংবাদিকতা: মানুষের গল্প, প্রামাণ্য ফিচার ও দৃশ্যভাষ্য’। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মানুষের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও বাস্তবতার মধ্য দিয়ে তুলে ধরার বিষয়ে আলোচনা করেন। বিশেষভাবে মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার, নির্যাতনের শিকার মানুষ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন ব্যক্তিগত স্মৃতির সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্য অবশ্যই মিলিয়ে দেখতে হবে। তিনি বলেন সাংবাদিকদের কাজ মানুষের কথা শোনা নয়, প্রমাণ যাচাই বাছাই করা, প্রেক্ষাপট বোঝা এবং পাঠককে সত্যের কাছে নেওয়া। তিনি মনে করেন একজন সাংবাদিক পাঠকের আবেগ জাগ্রত করবেন ঠিকই কিন্তু আবেগের কাছে তথ্যের শৃঙ্খলা হারানো যাবে না।

দিনব্যাপী কর্মশালার সমাপনীতে তরুণ সাংবাদিকদের হাতে সনদ প্রদান করেন বজলুর রহমান স্মৃতিপদক জুরিবোর্ড সদস্য এবং জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সোহরাব হাসান।

মু ক্তি যো দ্ধা র ভা ষ্য

কোম্পানি কমান্ডার মোহম্মদ শহীদ গোলাম কিবরিয়া



আমি মোহম্মদ শহীদ গোলাম কিবরিয়া। আমার বাবার নাম মোহম্মদ বদরুল আলম চৌধুরী, আম্মার নাম সুফিয়া আলম চৌধুরী। আমরা পাঁচ ভাই, পাঁচ বোন; আমি সবার বড়। ১৯৬৮ সালে নীলফামারি গভমেন্ট হাই স্কুল থেকে ফার্স্ট ডিভিশন এসএসসি পাশ করার পর আমি ঢাকা কলেজে আইএসসিতে ভর্তি হই। ওখানে সাউথ হোস্টেলে থাকতাম। সেই সময় ছয় দফা আন্দোলন ১১ দফা আন্দোলনে রূপ লিন, ৬৯-এর গণআন্দোলন হলো। ৭০ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার কথা কিন্তু তখন তুমুল আন্দোলন চলছে, আমি বাড়ি চলে গেলাম। যদি কমিউনিকেশন কাটা হয়ে যায় তাহলে আমি কীভাবে বাড়িতে যাব। নীলফামারীতে ৭১ সালে অনেকের উপরে বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর টর্চারটা একটু বেশি হইছে। আমি এবং নীলফামারী কলেজের জিএস ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র সাহা, আমরা লোকদেরকে পার করে দিতাম ইন্ডিয়ায়। কিছুদিন যাওয়ার পর দেখলাম যে এখানে থাকা যাবে না, থাকবও না। দেশের জন্য কিছু করতে হবে। এই সেন্সটুকু আমার ভিতরে কাজ করছিল যে আমরা নিজেরাই নিজেদের দেশকে স্বাধীন করব এবং আমরা স্বাধীন হয়ে নিজেদেরকে শাসন করব। আমরা ভালো থাকবো।

নীলফামারীতে এসডি অফিসের উপর থেকে পাকিস্তানি ফ্লাগ নামাইতে হল। আমার দুজন বন্ধু ছিল একজন সমীর কুমার কুন্ডু অন্যজন সগত আলী টুটুল। পাকিস্তানি ফ্লাগ নামিয়ে বাংলাদেশের ফ্লাগ উঠানো হল। নীলফামারীতে পাকিস্তান আর্মি আসলো সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে। আমরা পারিনি ওদের সঙ্গে। ওরা বোম্বিং করতেছিল। ওদের কাছে মর্টার শেল ছিল। এটা এপ্রিল-মে মাস হবে। আমি ৭১-এর জুলাই মাসে চলে গেলাম ইন্ডিয়ার দেওয়ানগঞ্জে। আমাদের এ পাশে হচ্ছে চিলাহাটি ওপাশে দেওয়ানগঞ্জ। দেওয়ানগঞ্জে দেখলাম যে ওখানে বিএসএফ এর গাড়ি আসছে। বিএসএফ গাড়িতে উঠে চলে গেলাম ট্রেনিং ক্যাম্পে। ট্রেনিং ক্যাম্পের নাম ছিল মুজিব ক্যাম্প এবং মুজিব ক্যাম্পটা ছিল মূর্তি নামক জায়গায়। মূর্তি হচ্ছে একটা নদীর নাম। আমাদের আগে একটা ব্যাচ ছিল এখানে। আমাদের উইং ভাগ করা ছিল। তাজউদ্দিন উইং, ওসমানি উইং। ওখানকার আমাদের ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন এসএস দাসগুপ্ত। আমাদের ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল। প্রথমে এসএলআর রাইফেল পরে এলএমজি স্টেনগান দিয়ে। আমাদের ওখানে ওস্তাদরা ছিলেন নেপালি, বাঙালি ওস্তাদ নাই বললেই চলে। ওখানে আরেকজন ছিলেন আমাদের দায়িত্বে ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী। উনি বাঙালি। পাশেই ছিল মূর্তি নদী। আমরা যখন হাইডআউটে যাইতাম বিকালের দিকে বা সন্ধ্যার আগে আগে আমরা নদী পার হতাম। এত স্রোতস্বিনী নদী, মজার ব্যাপার কোথাও এক হাঁটু পানি কোথাও এক কোমর আবার কোথাও এক বুক। আমরা যখন পার হইতাম তখন একজনের হাত একজনে ধরে পার হইতাম। আবার যে প্রথমে থাকতো তার হাতে একটা লাঠি থাকতো, লাঠি দিয়ে আমরা দেখতাম গভীরতা। ট্রেনিং করে আসতাম। ওখান থেকে তিন সপ্তাহ ট্রেনিং করার পর আমাকে জুনিয়র লিডার হিসেবে রাখলো আরো বোধ হয় তিন সপ্তাহ কী এক মাস। এসময়ে চিলাহাটি অপারেশনে যাই। ওখানে আমাদের দেওয়ানগঞ্জ ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন ইন্ডিয়ান আর্মি মেজর সাঁতওয়াল আর ক্যাপ্টেন অধিকারী। আমাদের অপারেশন কমান্ডার বিডিআরের এক সুবাদার, ওনার নাম ছিল সিরাজ। ওখান থেকে দিনের বেলা বম্বিং করতেছে। এত উপরে যেটা এক্সপ্লোশন হয় ওটা খুব মারাত্মক। নিচেরটার ক্ষয়ক্ষতি কম হয়। কিন্তু উপরেরটার ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়। দুইদিন পর ব্রিগেডিয়ার জোশি আসলেন। ব্রিগেডের জসি আসার পর আমি ওনার সাথে চলে গেলাম কুচবিহার ক্যান্টনমেন্টে।

মাসখানেক থাকার পর ব্যাক করে চলে আসলাম দেওয়ানগঞ্জে। এখানে দুই তিনটা অপারেশন করার পর আমার কোম্পানি নিয়ে আমি চলে গেলাম কুচবিহারে। ওখানে আমাদের ক্যাম্পটার নাম ছিল মুজিব ক্যাম্প। ওখান থেকে চলে আসলাম বাংলাদেশের ভিতরে। আমরা মাইন, এন্টিট্যাংক মাইন এগুলো সব বসায় রাখতাম। তারপরে এই এক্সপ্লোসিভ দিয়া ব্রিজ উড়ায় দিলাম। আমাদের তো গেরিলা ওয়ারফেয়ার, ওদের সঙ্গে তো আমরা সামনাসামনি যুদ্ধ করতে তাল পাব না। আর আমাদের আর্মস সেরকম হেভি না। আমাদের আর্মস হচ্ছে লাইট আর্মস। আমরা শুধু তাদের কমিউনিকেশন আর ফুড সাপ্লাই বন্ধ করি। যদি খাওয়া আর যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া যায়, ওরা তো মানসিকভাবেই দুর্বল হয়ে যাবে। একটা লোক মানসিকভাবে যদি দুর্বল হয় তাহলে তো ব্যাস শেষ। অনেক মানুষ আমাদেরকে প্রশ্ন করে আপনি কয়টা খান সেনা মারছেন। বললাম যে ভাই আমি একটাও মারিনি। এখান থেকে ৫০০ গজ দূরে আর্মিদের ক্যাম্প আছে। আমরা করতাম কি আর্মস নিয়া যাইয়া আমরা এক সাইড থেকে গুলি করতাম। ওরা তখন প্রত্যেকে ওদিকেই গুলি করা শুরু করতো। মানে ওদের এমুনেশনটা যেন খরচ হয়। আবার আমরা প্রত্যেকে সরে এসে আরেকদিক থেকে। ওদেরকে আমরা মিসগাইড করতাম এবং ওদেরকে আমরা আরামে থাকতে দিতাম না। আমাদের কষ্ট হইছিল। একদিন অপারেশনে যাইয়ে আমার এসএলআর-এর ম্যাগাজিনটা পড়ে গেছে। এসে দেখি নাই। দৌড়ে আবার নিয়ে আসলাম।

তারপরে তো ওখান থেকে দেশে চলে আসলাম। তিস্তা নদীর পাড় দিয়ে আমরা আসলাম জলঢাকা। জলঢাকায় আমরা ছিলাম ভবনচুর নামে একটা জায়গায়। ওখানে দেখলাম যে পাক আর্মিরা আছে। পাক আর্মিদের আমরা দুই সাইড থেকে গুলি করা শুরু করলাম। শুরু করলাম যখন ওরা তখন জলঢাকা থেকে কিশোরগঞ্জ হয়ে সৈয়দপুর চলে যায়। পরবর্তীতে আমরা আসলাম নীলফামারতে। ওখানে একটা ক্যাম্প ছিল। ওখানে আর্মস স্যারেন্ডার করি।

মন্তব্য খাতা থেকে

Initially very disheartened to see the brutality of Pakistani but at the same time thrilled and moved to see the courage of Bangladeshi peoples from all ages and group fighting for freedom. I salute all those contributors and to the team who had put their efforts to establish this museum and loving documentary and a place to learn for new generation.Thank you.
In solidarity,

Selira Thapa Magai
From Nepal

Being a Pakistan I feel extremely guilty and upset on the atrocities during the liberation movement. But I wish and hope, that our younger generation acknowledges the brutality and youth of both the countries would forgive each other and continue to building good relationship between each other acknowledging our identities, values and autonomy and peace prevail in South Asia along with open borders across India, Bangladesh and Pakistan.
With Peace

Jayaa Jaggi
Human Rights Activist
Pakistan

You Bangladeshi are really a great fighter. I am extremely happy to be participate in this museum. More power to you South Asian. As being a person from Nepal, I know how it way painful but I may not experience this but I want to share love and power to all.
Thank you for documenting this all!!
With love and strengthen,

Bhagavati
Human Rights Activist
Keep Strength

আমি নুসরাত তাবাস্‌সুম, আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার বয়স ১০ বছর। আজ আমি আমার পরিবারের সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেছি।
খুব ভালো লাগলো, ধন্যবাদ সবাইকে।

নুসরাত তাবাস্‌সুম
০৩-১০-২০২৬

আজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখে আমি খুবই আনন্দিত যে, আমাদের পূর্বপুরুষ কতটা সংগ্রামী ছিলেন, তারা কখনো অন্যায় মেনে নেননি। জীবনের বিনিময়ে দেশমাতৃকা রক্ষা করেছেন। আমার এলাকা ফরিদপুরেও যে নৌ-অপারেশন জ্যাকপটের একটা বড় অংশ ছিল তা আমি জাদুঘর পরিদর্শন করে জানতে পারলাম। সত্যিই আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। ইতিহাসকে কেউ মুছে ফেলতে পারবে না, ইতিহাস ইতিহাসের জায়গায় থাকবে এবং প্রতিটি মানুষ ইতিহাসের কাছ থেকে শিক্ষা নিবে। সত্য, মিথ্যা যাচাই করবে। এমন সংগ্রহ করার জন্য জাদুঘর সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ।

আলামিন খান
ঢাকা কলেজ
১০-১০-২০২৬

শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভে ২০০৪ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত 'মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীভাষ্য' সংগৃহীত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে জাদুঘরের এই উদ্যোগ ও আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিক্ষার্থীরা একাত্তরের প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি-ভাষ্য লিখে পাঠায়। এসকল লেখায় উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধের অজানা ইতিহাসের নানা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষার্থীদের পাঠানো সেসব ভাষ্য থেকে কিছু নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে জাদুঘর বার্তায়।

আর ফিলে এলো না

সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার। আমি রাতে বাসায় আসলাম। আমার তিন ছেলেমেয়ে। আমি একটি বাড়ির ারোয়ান ছিলাম। আমাদের সংসার ভালোভাবে চলতো। অনেক সুখী ছিলাম সবাই। বৃহস্পতিবার রাতে যখন গোলাগুলি শুরু হলো তখন আমরা সবাই বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি। আমার স্ত্রী হাজেরা ও আমি আমার দুই ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আর আমার বড় মেয়ে আমাদের পিছে দৌড়াচ্ছে। আমরা অনেক দূর যাওয়ার পরে পেছন দিকে চেয়ে দেখি আমার বড় মেয়ে নেই। সে রাস্তায় পড়ে আছে। আমি ওকে ধরতে যেতে চাইলে আমার স্ত্রী হাজেরা আমাকে যেতে দেয় নাই। ও বললো, তুমি ওখানে যেও না। তাহলে তোমাকেও আমরা হারাবো। রাতে অন্ধকারে কোথায় থাকবো। থাকার কোনো জায়গা নেই। আমরা চার জন একটি খেলার মাঠে গিয়ে পালাই। ওখানে লোকজন ময়লা ফেলে। সেখানে থেকে কোনোমতে রাত কাটালাম। সকালে শের বাড়ি যাওয়ার জন্য একটি বাসে উঠলাম। আমারে কাছে কোনো টাকা ছিলো না। তাই আমার হাতে একটি ঘড়ি ছিলো এটি য়িে কিছু ই। বাদবাকি তাকে আর দেয়নি। বাসওয়ালা আমাগো অর্ধেক পথ নিয়ে এসে পথে নামিয়ে তি চাইলো। তখন বাসের সকল লোকজন কইলো, ওরে পথে কোথাও না নামায়। ওরা যেখানে সেখানেই নামান। তখন বাসওয়ালা সবার কথায় রাজি হলো। আমরা পথ য়িে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছি। বাড়ি এসে শুনলাম আমার বাবা-মাকে ওরা মেরে ফেলেছে। আমি ভাবলাম এখানে থাকা নিরাপদ নয়। তাই আমরা মাদারীপুর শহরে চলে যাই। সেখানে একটি রুম ভাড়া করি। আমার স্ত্রী পানি আনার জন্য গিয়ে আর ফিলে এলো না। তাকে খুঁজতে গেলে আমি আমার বড় ছেলেকে হারিয়ে ফেলি। তারপর আমি আবার আমাগো গ্রামে ফিরে আসি। আমাগো গাঁয়ে মিলিটারি এক দিনেই আইছিলো। আর কোনোদিন আসেনি।

১৬ ডিসেম্বর মানুষের মুখে শুনি বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। পাকিস্তানিরা এদেশ ছেড়েছে। কিন্তু নষ্ট হয়েছে আমার মতো শত মানুষের সুখের সংসার।

সূত্র : ৫৬৭০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. খোকন হোসেন অভয় বিনোদিনী উচ্চ বিদ্যালয় ৮ম শ্রেণি, দিবা শাখা, রোল : ০১	**মো. আব্দুল কাদের খাঁ** গ্রাম : রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা

বিবস্ত্র করে দাঁড় করিয়ে রাখে

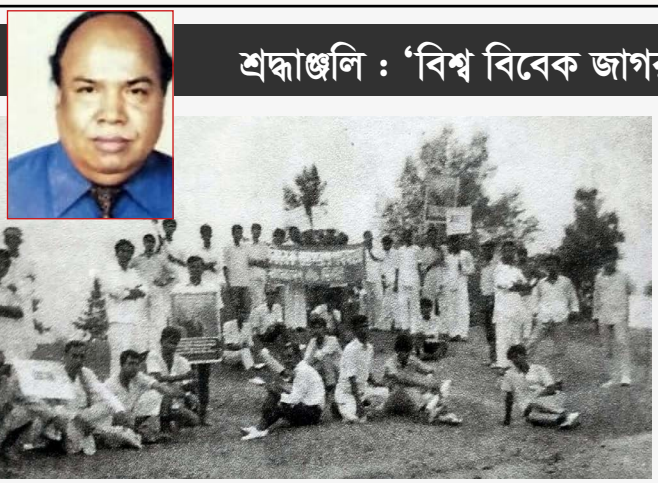
১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাত ১২টায় হঠাৎ মেশিনগান, কামানের শব্দে আতংকিত হয়ে উঠলেন পরিবারের সকলে। পরদিন সকালে খবরে জানা গেলো রাজারবাগ পুলিশ লাইন রক্তের সাগরে পরিণত হয়েছে। সহস্রাধিক লাশ স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। ২৮ মার্চ সকলের সাথে নিয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। পরিত্যক্ত বাড়িতে উনার শাশুড়ি ও কিছু আশ্রিত লোক ছিলো। হঠাৎ একদিন তারে বাড়িতে হানাদার বাহিনী এসে আক্রমণ করে। প্রথমে তারা জানতে চায় বাড়িওয়ালা কোথায়। উনার শাশুড়ি ছিলেন বাড়িওয়ালা। একিকে বাড়িওয়ালাকে কাজের মহিলার ছদ্মবেশে বাড়ির পেছন দিয়ে ওয়াল অতিক্রম করে সরিয়ে য়ো হয়। বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে কিছু লোক ছিলো। তাদের কাউকে লাইন করিয়ে বুট জুতার লাথি ও বন্দুকের বাঁট য়িে নির্মমভাবে আঘাত করা হয়। উল্লেখ্য যে, বাড়িওয়ালাকে না পেয়ে তাদের ওপর এই আক্রমণ চালায়। কিছু নারীকে বিবস্ত্র করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। মেয়েদের নাকফুল, কানের দুল, কানসহ ছিঁড়ে নিয়ে যায়। ঘর কে টাকা-পয়সা অলংকার সব নিয়ে চলে যায় হানাদার বাহিনী। কয়েকদিন পর খানেরা এসে আশ্রিতদের বাড়ি কে বের করে বাড়ি দখল করে নিলো। ২৮ মার্চ তারা সবাই নরসিংদী পাঁচদোনা গ্রামে এক বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তারপর ভাটপাড়া হয়ে আগরতলা ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। সেখানে অনেক কষ্টে কয়েকদিন অতিবাহিত করে। সেখান থেকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেখানে পরবর্তী ৬ মাস অতিবাহিত করতে থাকে।

শুক্লা চক্রবর্ত্তীর ছোট ভাই ২৯ মার্চ নবাবপুর থেকে ঢাকা কোতোয়ালি থানার পাশে মুড়াপাড়া জমিদার বাড়িতে বাবার বাড়ির সকল পরিবারসহ আশ্রয় নেয়। উল্লেখ্য, নবাবপুর তারে নিজস্ব বাড়ি ছিলো, যেখানে বিহারিরা লুটপাট করে এবং সে বাড়ি দখল করে নেয়। সেই খবর পেয়ে ছোটভাই তাদের সেই পুরনো বাড়ি দেখার জন্য আসে। সেই সময় নবাবপুরে মতিলালের মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। তখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গাড়ি সেই রাস্তা য়িে যায়। সেই মুহূর্তে পাড়ার এক বিহারি লোক তাকে হিন্দু লোক বলে ধরিয়ে দেয়। হানাদার বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এরপর তাকে আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সূত্র : ৮৩৩৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
অলক চক্রবর্ত্তী ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি আইডি : ০৬২২০০০৭৪	শুক্লা চক্রবর্ত্তী ১২নং পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০ বয়স : ৬০

শ্রদ্ধাঞ্জলি : 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা'-র সহযাত্রী অমিত দেব ঠাকুর



স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩৮ তরুণ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতের বনগাঁ থেকে অখিল ভারত শান্তি সেনা মণ্ডল-এর উদ্যোগে দিল্লী অভিমুখে পরিচালিত 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা : বাংলাদেশ হইতে দিল্লী' শীর্ষক ঐতিহাসিক লংমার্চে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই দলের সহযাত্রী অমিত দেব ঠাকুর ওরফে সনৎ কুমার বিশ্বাস নীরবেই গত ৫ অক্টোবর ২০২৬ ঢাকায় তোপখানা রোডস্থ নিজ বাড়িতে পরলোক গমন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে কোন সুহৃদ যখন যুক্ত হন তখন জাদুঘর যেমন আনন্দিত হয়, তেমনি কোন সুহৃদের বিদায়ে ভারাক্রান্ত হয়। এই সুহৃদের সাথে পরিচয় অক্টোবর ২০১০ সালে ঢাকায় সেগুন বাগিচার হোটেল কর্ণফুলিতে। এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা' দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তারপর থেকে এই মানুষটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অংশী হয়ে গেলেন। সেগুন বাগিচায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অবস্থানকালে তাঁর সাথে মাঝে মধ্যে কুশল বিনিময় হত। ২০১৭ সালে জাদুঘর স্থায়ীভাবে আগারগাঁওয়ে চলে আসার পর তাঁর সাথে আর যোগাযোগ করা হয়ে ওঠেনি। 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ' পদযাত্রী দলের সদস্য সদ্যপ্রয়াত বীরযোদ্ধার প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিনম্র শ্রদ্ধা।

রঞ্জন কুমার সিংহ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা
সপ্তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২৬

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বিশেষ অতিথি



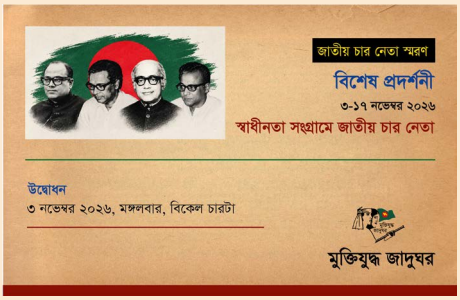
৩১ অক্টোবর ২০২৬, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন মার্কিন বিশেষজ্ঞ শল্যচিকিৎসক দল। স্মাইল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ক্রিস্টিনা রোজারিও'র নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন– স্টেফানি সিলভা, সিওংনো লি ও ভিশাল প্যাটেল। বাংলাদেশের সুবিধা বঞ্চিত ঠোঁট ও তালু কাটা শিশুদের চিকিৎসা করতে এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে উদ্দেশ্যে তাদের এই ঢাকা সফর। প্রতিবছর এই স্মাইল বাংলাদেশ এ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং মার্কিন শল্যচিকিৎসকগণ নিয়মিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।



জাপানের হিরোশিমা পারফেক্টচুয়াল অ্যাসেম্বলির চেয়ারপার্সন নাকামো তাকাশিসহ ১০ জনের প্রতিনিধি দল গত ১৪ অক্টোবর ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হকের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। দলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন কোরাইশি হিদোনারি, নাকাহারা কোজি, ইয়ামাশিতা সাতোশি, তামাসিগে তেরুইয়াশি, অ্যাসেম্বলি সেক্রেটারিয়েটের ডিরেক্টর অব সেক্রেটারি কিতা হিদোচি, ভাইজ গভর্নর হিরোশিমা পারফেকচুয়াল গভর্নমেন্ট ইয়োশিমাৎসু তরু, ইচি কাওয়া কাজোউ ও ফুনাইশি হিরোইয়োশি।

আগামীর আয়োজন

জাতীয় চার নেতা স্মরণ



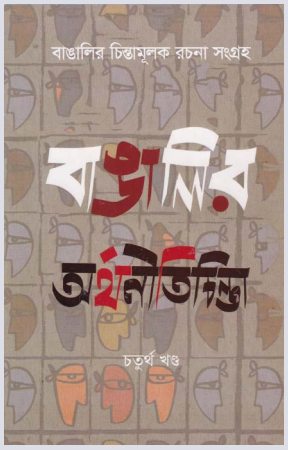
স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে দৃঢ়, সাহসী ও অসামান্য গৌরবদীপ্ত ভূমিকা পালনকারী জাতীয় চার নেতা স্মরণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আগামী ৩ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী 'স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় চার নেতা' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। আগামী ৩ নভেম্বর ২০২৬, মঙ্গলবার, বিকেল চারটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ষষ্ঠতলায় ৬ নম্বর গ্যালারিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করবেন মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক হারুন হাবীব।



আঁদ্রে মালরোর পঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকী পালনের নিমিত্তে ফরাসী দূতাবাসের সাথে সভা

ফরাসি চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক আঁদ্রে মালরো-এর নাম বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বহির্বিশ্বে জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের আগ্রহও প্রকাশ করেছিলেন তিনি, তবে বয়স তাকে নিবৃত্ত করে। ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন তিনি। ২৩ নভেম্বর ২০২৬ তার পঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকী। বাংলাদেশের এই পরম সুহৃদকে স্মরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশস্থ ফরাসি দূতাবাস এবং তারা এই উদযাপনের একটি পর্ব মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে যৌথভাবে আয়োজন করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। গত ১৮ অক্টোবর বাংলাদেশস্থ ফরাসি দূতাবাসের মিশন উপপ্রধান ফ্রেদেরিক ইনজা ও কালচারাল এ্যাটাচি মি. ব্যাপটাইজ লেব্রেট এ বিষয়ে আলোচনার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক, ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসেহুন আমীন ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলামের সাথে জাদুঘরে সভায় মিলিত হন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ২২ নভেম্বর ২০২৬ বিশেষ অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গ্রন্থাগারের নতুন সংযোজন



গবেষণা ও গ্রন্থাগার বিভাগে সম্প্রতি সংযোজিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশিত 'বাঙালির চিন্তামূলক রচনাসমগ্র'-এর পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ। মোট ২০৮ খণ্ডে প্রকাশিত এই বৃহৎ সংকলনে বাঙালির দর্শন, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সাহিত্যচিন্তার পাশাপাশি বিভিন্ন চিন্তাধারার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে। গবেষক, শিক্ষার্থী ও পাঠকদের জন্য সংগ্রহটি বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য ও চিন্তার বিকাশ সম্পর্কে সমৃদ্ধ ধারণা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং গবেষণাকর্মে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম, গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ইমেইল: mukti.jadughar@gmail.com,
ওয়েব: www.liberationwarmuseumbd.org, ফেসবুক: facebook.com/liberationwarmuseum.official